দৈনিক ইনকিলাব
শুধু দেশ ও জনগণের পক্ষে

তারিখঃ ১৭.০৭.২০১৭ পৃষ্ঠাঃ ০১,০২

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২১ ও ১৪২২ এর কৃষিক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ নারীসহ বিভিন্ন ব্যক্তির হাতে পদক তুলে দেন

শিক্ষার্থীদের মাঠ পর্যায়ের কৃষি সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শহরের গন্ডির মধ্যে বেড়ে ওঠা শিক্ষার্থীদের মাটির সংস্পর্শহীনতায় শংকা প্রকাশ করে তাদের মাঠ পর্যায়ের কৃষিকাজের বিষয়ে সম্যক ধারণা দেয়ার জন্য অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ছেলে-মেয়েরা অন্ধ (বাস্তবতা বিবর্জিত) হয়ে যেন না থাকে সে বিষয়টাতে আপনাদের দৃষ্টি দিতে হবে। গতকাল রোববার রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২১ এবং ১৪২২ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। দেশের কৃষিখাতে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ সরকার প্রতিবছর এই পুরস্কার প্রদান করে থাকে। অনুষ্ঠানে ১০টি শ্রেণীতে ৫টি স্বর্ণ, ৯টি রৌপ্য এবং ১৮টি ব্রোঞ্জ পদক প্রদান করা হয়। পুরস্কার বিজয়ীরা প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক, নগদ অর্থের চেক এবং সনদপত্র গ্রহণ করেন।

শেখ হাসিনা বলেন, ধান কাটে বা ধান লাগায় এমন মওসুমে আবশ্যই শিক্ষার্থীদের গ্রামে সেই ধানক্ষেতের পাশে তাদের নিয়ে যাওয়া উচিত। ছোটবেলা থেকেই তাদের বোঝানো উচিত এই দেশটা কিভাবে চলছে, খাদ্য কিভাবে আসছে।

আজকাল শহরে যেসব ছেলে-মেয়ে মানুষ হয়, তাদের অনেকে এসব সম্পর্কে জানতেও পারে না বলে উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জানি না একদিন তারা হয়তো প্রশ্ন করবে-ধানগাছে তক্তা হয় কি না।

দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, যেমন আধুনিক বিশ্বের অনেক ছেলে-মেয়েকে কোন ফল খাওয়া অবস্থায় এই ফলটা কোথায় পাওয়া যায়, জিজ্ঞেস করলে সে বলবে সুপার মার্কেটে পাওয়া যায়। কোথায় উৎপাদন হয়েছে- এই বিষয়টিই তার মাথায় নেই।

পৃঃ ২ কঃ ৭

শিক্ষার্থীদের মাঠ পর্যায়ের কৃষি সম্পর্কে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ষড় ঋতুর বাংলাদেশে সুস্থ্য থাকার জন্য মৌসুমী ফলমূল খাবার বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যে মৌসুমে যেসব ফলমুল পাওয়া যায়, এক্ষেত্রে প্রত্যেক ঋতুতেই দেশজ নতুন যেসব ফল রয়েছে সেসব খেলে সে সময়কার বিভিন্ন রোগব্যাধী থেকে নিস্তার পাওয়া সম্ভব হয়। সেসব রোগ ব্যাধির জন্য প্রতিরোধক শক্তি এসব ফলমূলে রয়েছে।

সঠিক সময়ে যথাযথ গবেষণা লব্ধ উদ্যোগ গ্রহণে সক্ষম হওয়ায় দেশে দুধ, মাংস ও ফলের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভেড়ার পশমের সঙ্গে পাটের সূতার মিশ্রণে উৎপন্ন বিভিন্ন পণ্য সামগ্রীর জন্য আমি বাংলাদেশ প্রাণি সম্পদ ইনসিটিটিউটকে (বিএলআরআই) ধন্যবাদ জানাই। তারাই গবেষণা করে এটা বের করেছেন। কম্বল থেকে শুরু করে নানা সাংসারিক জিনিস এমনকি স্যুটের কাপড় পর্যন্ত তারা তৈরী করছেন। তাদেরকে এখন সুযোগ দিতে হবে এগুলো ভালভাবে বাজারজাত এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, শুধু দানাদার ফসল নয় আলু, সবজী, ফল উৎপাদনেও বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। তিনি বলেন, আমাদের মাটি এত উর্বর যে কারণে যেকোন একটা কিছুর উদ্যোগ নিলেই কিন্তু সেটা উৎপাদন করতে পারি। আলু উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বেও সপ্তম, আলু আমরা বিদেশেও রপ্তানী করছি। উদ্বৃত্ত আলু রপ্তানী এবং শিল্পখাতে ব্যবহারে আমরা ২০ শতাংশ হারে সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছি। ইতোমধ্যে গবেষণা করে নতুন জাতের ফল উৎপাদন করা হচ্ছে। উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন- স্ট্রবেরি, ড্রাগন ফ্রুট, আঙ্গুর, মাশরুম থেকে শুরু করে বিভিন্ন কিছু আমরা উৎপাদন করছি।

কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন পরিবেশ ও বন মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মইনুদ্দিন আব্দুল্লাহ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তৃতা করেন এবং পুরস্কার বিতরণী পর্বটি সঞ্চালনা করেন।

অনুষ্ঠানে মন্ত্রীপরিষদ সদস্যবৃন্দ, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টাবৃন্দ, সংসদ সদস্যবৃন্দ, সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, বিদেশী কূটনৈতিক এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

যুগান্তর
THE DAILY JUGANTOR

তারিখঃ ১৭.০৭.২০১৭ পৃষ্ঠাঃ ২০,১৯

রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে রোববার 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২১ ও ১৪২২' বিতরণ অনুষ্ঠানে এক বিজয়ীর হাতে পদক তুলে দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যুগান্তর

প্রয়োজনীয় খাদ্য মজুদ আছে : প্রধানমন্ত্রী

বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম

দেশে আরেকটি বন্যার 'পদধ্বনি' শোনা যাচ্ছে মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, এ জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য মজুদ রয়েছে। রোববার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ১৪২১ ও ১৪২২ বঙ্গাব্দের 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার' বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। শেখ হাসিনা বলেন, 'আমরা আরেকটা বন্যার পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। আমাদের ভৌগোলিক অবস্থানটা এমন জায়গায়, প্রতিনিয়তই এ ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করে বাঁচতে হয়।'

টানা দুই সপ্তাহের ভারিবর্ষণ ও উজানের ঢলে ইতিমধ্যে দেশের ১৩ জেলার অন্তত ৫২ উপজেলার বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছে। এসব এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন প্রায় ৭ লাখ মানুষ।

সারা দেশে সরকারি, বেসরকারি, মিল মালিক, কৃষক পর্যায় মিলিয়ে ছয় লাখ টন খাদ্য মজুদ রয়েছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'তারপরও সংকট এড়াতে খাদ্য আমদানি করা হচ্ছে। আমরা অতিরিক্ত খাদ্য আমদানি করে মজুদ ঠিক রাখছি যাতে আমাদের দেশের মানুষ কোনোভাবেই কষ্ট না পায়। বিভিন্ন দেশ থেকে আমরা নগদ টাকায় খাদ্য নিয়ে আসছি। পাশাপাশি খাদ্য আমদানির ■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৫

প্রয়োজনীয় খাদ্য মজুদ আছে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ওপর যে কর ছিল সেটাও কমিয়ে এনেছি।'

শেখ হাসিনা বলেন, তার সরকার উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের চেষ্টা করে যাচ্ছে। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগের শাসনামলে খাদ্য উদ্বৃত্ত ছিল জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০০৯ সালে যখন তার দল আবার ক্ষমতায় আসে তখন দেশে খাদ্যের ঘাটতি ছিল। ২০০১-০৬ মেয়াদে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময়ে খাদ্য উৎপাদন না বাড়াকে এর কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী জানান, ২০০৫-০৬ অর্থবছরে যেখানে খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ ২ কোটি ৮০ লাখ টন ছিল, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে তা বেড়ে ৩ কোটি ৮৮ লাখ টন হয়। আর এ বছর খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ ৪ কোটি টনের কাছাকাছি।

শেখ হাসিনা বলেন, খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সরকার সার, বীজ, কৃষি উপকরণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া গবেষণায় অর্থ বরাদ্দ বাড়িয়ে নতুন নতুন জাতের ফসল উদ্ভাবন এবং দুই ফসলি জমিকে চার ফসলিতে উন্নীত করাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

দেশে দুধ, মাছ, মাংস ও ফলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের মাটি এত উর্বর যে, কোনো একটা কিছুর উদ্যোগ নিলেই কিন্তু সেটা উৎপাদন করতে পারি। স্ট্রবেরি, ড্রাগন ফল, আঙুর, মাশরুম থেকে শুরু করে বিভিন্ন কিছু আমরা উৎপাদন করছি।' মাঠপর্যায়ের কৃষিকাজ নিয়ে ছেলেমেয়েদের সম্যক ধারণা দিতে অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানান সরকারপ্রধান। তিনি বলেন, 'ধান কাটা বা ধান লাগানোর মৌসুমে অবশ্যই শিক্ষার্থীদের গ্রামে সেই ধানক্ষেতের পাশে নিয়ে যাওয়া উচিত...। ছোটবেলা থেকেই তাদের বোঝানো উচিত, এই বাংলাদেশটা কীভাবে চলছে, খাদ্য কীভাবে আসছে।' কৃষি খাতে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে এবার ১০ শ্রেণীতে পাঁচটি স্বর্ণ, নয়টি রৌপ্য এবং ১৮টি ব্রোঞ্জপদক দেয়া হয় বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে। কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন পরিবেশ ও বনমন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মইনুদ্দিন আবদুল্লাহ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন।

প্রথম আলো

তারিখঃ ১৭.০৭.২০১৭ পৃষ্ঠাঃ ০২

রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে গতকাল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২১ ও ১৪২২ পাওয়া ব্যক্তি ও অতিথিরা ● ছবি : ফোকাস বাংলা

শিক্ষার্থীদের গ্রামে ধানখেতের পাশে নিয়ে যাওয়া উচিত

বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২১ ও ১৪২২ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বাসস ●

শহরাঞ্চলে বেড়ে ওঠা শিক্ষার্থীদের মাটির সংস্পর্শহীনতায় উদ্বেগ প্রকাশ করে তাদের মাঠপর্যায়ের কৃষিকাজ নিয়ে সম্যক ধারণা দিতে অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, 'ছেলেমেয়েরা যেন অন্ধ (বাস্তবতাবর্জিত) হয়ে না থাকে, সে বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি দিতে হবে।'

রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে গতকাল রোববার বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২১ ও ১৪২২ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

দেশের কৃষি খাতে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সরকার প্রতিবছর এ পুরস্কার দিয়ে আসছে। ১০টি শ্রেণিতে ৫টি স্বর্ণ, ৯টি রৌপ্য ও ১৮টি ব্রোঞ্জপদক প্রদান করা হয়। ১৪২১ ও ১৪২২ সালের জন্য ৫৫ ব্যক্তি ও নয়টি সংগঠনকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। পুরস্কার বিজয়ীরা প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে পদক, অর্থের চেক ও সনদ গ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনা বলেন, 'ধান কাটে বা ধান লাগায় এমন মৌসুমে অবশ্যই শিক্ষার্থীদের গ্রামে সেই ধানখেতের পাশে নিয়ে যাওয়া উচিত। ছোটবেলা থেকেই তাদের বোঝানো উচিত এই দেশটা কীভাবে চলছে, খাদ্য কীভাবে আসছে।' আজকাল শহরে যেসব ছেলেমেয়ে বড় হয়, তাদের অনেকে এসব সম্পর্কে জানতে পারে না এমন উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'জানি না একদিন তারা হয়তো প্রশ্ন করবে, ধানগাছে তক্তা হয় কি না।' উদাহরণ উল্লেখ করে তিনি বলেন, যেমন আধুনিক বিশ্বের অনেক ছেলেমেয়েকে কোনো ফল খাওয়া অবস্থায় ফলটা কোথায় পাওয়া যায় জিজ্ঞেস করলে সে বলবে সুপার মার্কেটে পাওয়া যায়। কোথায় উৎপাদন হয়েছে, এ বিষয়ই তার মাথায় নেই।

ষড়ঋতুর বাংলাদেশে সুস্থ থাকার জন্য মৌসুমি ফলমূল খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যে মৌসুমে যেসব ফলমূল পাওয়া যায়, সেসব খেলে সে সময়কার বিভিন্ন রোগব্যাধি থেকে নিস্তার পাওয়া সম্ভব। সেসব রোগব্যাধির জন্য প্রতিরোধক শক্তি এসব ফলমূলে রয়েছে।

সঠিক সময়ে যথাযথ গবেষণালব্ধ উদ্যোগ গ্রহণে সক্ষম হওয়ায় দেশে দুধ, মাংস ও ফলের উৎপাদন বেড়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ভেড়ার পশমের সঙ্গে পাটের সুতার মিশ্রণে উৎপন্ন বিভিন্ন পণ্যসামগ্রীর জন্য আমি বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ ইনস্টিটিউটকে ধন্যবাদ জানাই। কম্বল থেকে শুরু করে নানা সাংসারিক জিনিস এমনকি স্যুটের কাপড় পর্যন্ত তারা তৈরি করতে পারছে। তাদের এখন সুযোগ দিতে হবে এগুলো ভালোভাবে বাজারজাত ও প্রক্রিয়াজাতকরণের।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'যত্রতত্র শিল্পকারখানা স্থাপন করে কৃষিজমি ও বনভূমি যেন নষ্ট না হয়, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।' পাটের জীবনরহস্য উন্মোচনে আমাদের সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীদের ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, পাট হচ্ছে পরিবেশবান্ধব কৃষিপণ্য। বর্তমানে দেশে-বিদেশে পাট ও পাটপণ্যের চাহিদা ও রপ্তানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবার পাটের সেই সুদিন ফিরে এসেছে।

কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন পরিবেশ ও বনমন্ত্রী আনোয়ার হোসেন। স্বাগত বক্তব্য দেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব মইনুদ্দিন আবদুল্লাহ।

Sangbad Online
প্রকাশনার ৬০ বছর
সংবাদ

তারিখঃ ১৭.০৭.২০১৭ পৃষ্ঠাঃ ১৬,০২

প্রধানমন্ত্রী গতকাল বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২১ ও ১৪২২ প্রদান অনুষ্ঠানে কৃষি গবেষণা ও কৃষিখাতে অবদান রাখার জন্য পুরস্কার তুলে দেন বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে —সংবাদ

অভিভাবকদের প্রধানমন্ত্রী

শিক্ষার্থীদের কৃষি সম্পর্কে ধারণা দিতে ধানক্ষেতের পাশে নিয়ে যাওয়া উচিত

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শহরের গণ্ডির মধ্যে বেড়ে ওঠা শিক্ষার্থীদের মাটির সংস্পর্শহীনতায় শঙ্কা প্রকাশ করে তাদের মাঠ পর্যায়ের কৃষিকাজের বিষয়ে সম্যক ধারণা দেয়ার জন্য অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।
তিনি বলেন, 'ছেলে-মেয়েরা অন্ধ (বাস্তবতা বিবর্জিত) হয়ে যেন না থাকে সে বিষয়টাতে আপনাদের দৃষ্টি দিতে হবে।' বাসস।
শেখ হাসিনা বলেন, 'ধান কাটে বা ধান লাগায় এমন মৌসুমে আবশ্যই শিক্ষার্থীদের গ্রামে সেই ধানক্ষেতের পাশে তাদের নিয়ে যাওয়া উচিত। ছোটবেলা থেকেই তাদের বোঝানো উচিত এই দেশটা কিভাবে চলছে, খাদ্য কিভাবে আসছে।' আজকাল শহরে যেসব ছেলে-মেয়ে মানুষ হয়, তাদের অনেকে এসব সম্পর্কে জানতেও পারে না বলে উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জানি না একদিন তারা হয়তো প্রশ্ন করবে- ধানগাছে তক্তা হয় কিনা। দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে তিনি বলেন, যেমন আধুনিক বিশ্বের অনেক ছেলে-মেয়েকে কোন ফল খাওয়া অবস্থায় এই ফলটা কোথায় পাওয়া যায়? জিজ্ঞেস করলে, সে বলবে সুপার মার্কেটে পাওয়া যায়। কোথায় উৎপাদন হয়েছে -এই বিষয়টিই তার মাথায় নেই।
শেখ হাসিনা গতকাল রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২১ এবং ১৪২২ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন। দেশের কৃষি খাতে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সরকার প্রতিবছর এই পুরস্কার প্রদান অভিভাবকদের : পৃষ্ঠা : ২ ক : ১

অভিভাবকদের : প্রধানমন্ত্রী

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

করে আসছে। ১০টি শ্রেণীতে ৫টি স্বর্ণ, ৯টি রৌপ্য এবং ১৮টি ব্রঞ্জ পদক প্রদান করা হয়। পুরস্কার বিজয়ীরা প্রধানমন্ত্রীর নিকট থেকে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রঞ্জ নির্মিত পদক, নগদ অর্থের চেক এবং সনদপত্র গ্রহণ করেন।

কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন পরিবেশ ও বনমন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মইনুদ্দিন আব্দুল্লাহ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তৃতা করেন এবং পুরস্কার বিতরণী পর্বটি সঞ্চালনা করেন।

অনুষ্ঠানে মন্ত্রিপরিষদ সদস্য, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা, সংসদ সদস্য, সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিদেশি কূটনিতিক এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

ষড়ঋতুর বাংলাদেশে সুস্থ থাকার জন্য মৌসুমি ফলমূল খাবার বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যে মৌসুমে যেসব ফলমূল পাওয়া যায়, এক্ষেত্রে প্রত্যেক ঋতুতেই দেশজ নতুন যেসব ফল রয়েছে সেসব খেলে সে সময়কার বিভিন্ন রোগব্যাধি থেকে নিস্তার পাওয়া সম্ভব হয়, সেসব রোগব্যাধির জন্য প্রতিরোধক শক্তি এসব ফলমূলে রয়েছে।

সঠিক সময়ে যথাযথ গবেষণা লব্ধ উদ্যোগ গ্রহণে সক্ষম হওয়ায় দেশে দুধ, মাংস ও ফলের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভেড়ার পশমের সঙ্গে পাটের সুতার মিশ্রণে উৎপন্ন বিভিন্ন পণ্য সামগ্রীর জন্য আমি বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ ইনস্টিটিউটকে (বিএলআরআই) ধন্যবাদ জানাই। তারাই গবেষণা করে এটা বের করেছেন। কম্বল থেকে শুরু করে নানা সাংসারিক জিনিস এমনকি স্যুটের কাপড় পর্যন্ত তারা তৈরি করতে পারছেন। তাদেরকে এখন সুযোগ দিতে হবে এগুলো ভালোভাবে বাজারজাত এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, শুধু দানাদার ফসল নয় আলু, সবজি, ফল উৎপাদনেও বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে।

তিনি বলেন, আমাদের মাটি এত উর্বর যে কারণে যে কোন একটা কিছুর উদ্যোগ নিলেই কিন্তু সেটা উৎপাদন করতে পারি।

আলু উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বেও সপ্তম, আলু আমরা বিদেশেও রপ্তানি করছি। উদ্বৃত্ত আলু রপ্তানি এবং শিল্প খাতে ব্যবহারে আমরা ২০ শতাংশ হারে সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছি। ইতোমধ্যে গবেষণা করে নতুন জাতের ফল উৎপাদন করা হচ্ছে।

তিনি উদাহরণ দেন- স্ট্রবেরি, ড্রাগন ফ্রুট, আঙ্গুর, মাশরুম থেকে শুরু করে বিভিন্ন কিছু আমরা উৎপাদন করছি।

TRUE AND IMPARTIAL
daily sun
Date: 17.07.2017 Page: 01,15

Recipients of Bangabandhu Jatiya Krishi Purashkar pose for a photo with Prime Minister Sheikh Hasina at a programme at Osmani Memorial Hall in the city on Sunday.

been set to mobilise 85 percent

Country has enough food stock: PM

Prime Minister Sheikh Hasina on Sunday said people will not suffer any food crisis as there is enough stock of food grains in the country, reports UNB.

"We're hearing the footfall of another flood. Some crops have already got damaged in flashflood but we've enough stock and we're importing more," she said.

The prime minister said this while distributing the medals of Bangabandhu National Agriculture Award 1421 and 1422 at Osmani Memorial Auditorium in the city.

Page 15 Col 2

Country has enough food

From Page 1

Citing official data, she said, there are about 1.06 crore metric tonnes of food grains in stock in the country, including the ones in public silos and private, mills and farmers levels.

"Above all, we're importing more food grains to make the stock stronger, we're importing foods from various countries spending cash," Hasina said.

The Prime Minister said the government is doing this so that the country's people must not suffer because of flood. "We've already done that."

Besides, she said, the government has reduced the import duty on food grain import from 28 percent to 10 percent.

Describing various steps taken by her government for developing the agricultural sector, Hasina urged the private sector to supplement the government efforts to expedite the pace of agriculture development.

She underscored the need for concerted efforts for packaging and preservation of farm products alongside boosting agricultural production.

The Prime Minister called upon all to protect the marshy land and water bodies across the country.

Hasina laid emphasis on integrated efforts of all to attain the Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 of the United Nations and asked the Agriculture Ministry to remove hunger, ensure food security, develop nutrition and create a sustainable agriculture system.

She, however, mentioned that it is quite normal that people have to live on facing various types of natural calamities due to the country's geographical location.

Hasina said her government for the first time allocated Tk 12 crore for the research and development of agriculture. During its second term in 2009, the cabinet at its first meeting reorganised fertiliser distribution system and reduced the prices of fertilizers thrice.

Besides, the farmers are now being encouraged about the use of compost fertilisers to maintain the fertility of land and announced National Compost Agriculture Policy 2016, she said.

Hasina said her government is extending all sorts of cooperation for the establishment of agro-based industries in the country. "We can earn foreign currency exporting surplus argo-products after fulfilling the domestic demand."

The Prime Minister mentioned the use of pesticides has come down significantly as emphasis is being given on integrated pest management program. "Crop zoning maps have been introduced to select crops as per the nature of soil, climate and areas."

She said the government is working to enhance the capability of argo-scientists and fieldworkers who are working hard to bring in a basic change in the country's agriculture system.

Laying emphasis on bringing change in food habit to increase the nutrition of people, the Prime Minister said crop diversification is a must in this regard. "Production of onion, garlic, pulse and species should be increased along with that of rice and wheat."

Hasina said the existing stable condition in agriculture should be maintained through introduction of sustainable agriculture system and there is a huge demand for organic food across the world. "We can earn huge foreign currency taking advantage of this demand."

Earlier, the Prime Minister distributed 'Bangabandhu National Agriculture Award 1421 and 1422 among the 64 recipients. Ten 10 individuals and organisations received gold medals. The gold medal carries Tk one lakh and a citation each. Eighteen individuals and organizations received silver medal, which carries Tk 50,000 and a citation, while 36 got bronze medal that carries Tk 25,000 and a citation each.

Agriculture Minister Matia Chowdhury presided over the function. Environment and Forest Minister Anwar Hossain was present as a special guest.

কালের কণ্ঠ

তারিখঃ ১৭.০৭.২০১৭ পৃষ্ঠাঃ ০১, ০৮

বন্যার জন্য দেশে খাদ্যঘাটতি হবে না : প্রধানমন্ত্রী

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

এবার হাওর অঞ্চলে অকালবন্যায় ফসলহানি এবং আরেকটি বন্যার 'পদধ্বনি' শোনা গেলেও দেশ খাদ্যঘাটতিতে পড়বে না বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৩

আরো ছবি ▶ পৃষ্ঠা ২

বন্যার জন্য

►► প্রথম পৃষ্ঠার পর

গতকাল রবিবার রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ১৪২১ ও ১৪২২ বঙ্গাব্দের 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার' প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

শেখ হাসিনা বলেন, 'হাওর অঞ্চলে অকালবন্যায় আমাদের কিছু খাদ্যশস্য নষ্ট হয়ে গেছে। আমরা আরেকটা বন্যার পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। আমাদের ভৌগোলিক অবস্থানটা এমন জায়গায়, প্রতিনিয়তই এ ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করে বাঁচতে হয়।'

টানা দুই সপ্তাহের ভারি বর্ষণ ও উজানের ঢলে এরই মধ্যে দেশের ১৩ জেলার অন্তত ৫২ উপজেলার বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছে। এসব এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রায় সাত লাখ মানুষ। সারা দেশে সরকারি, বেসরকারি, মিল মালিক, কৃষক পর্যায় মিলিয়ে ছয় লাখ মেট্রিক টন খাদ্য মজুদ রয়েছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এর পরও সংকট এড়াতে খাদ্য আমদানি করা হচ্ছে। তিনি বলেন, 'আমরা অতিরিক্ত খাদ্য আমদানি করে মজুদ ঠিক রাখছি, যাতে আমাদের দেশের মানুষ কোনোমতেই কষ্ট না পায়। বিভিন্ন দেশ থেকে আমরা নগদ টাকায় খাদ্য নিয়ে আসছি। পাশাপাশি খাদ্য আমদানির ওপর যে কর ছিল সেটাও কমিয়ে এনেছি।'

শেখ হাসিনা বলেন, তাঁর সরকার উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের চেষ্টা করে যাচ্ছে।

১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগের শাসনামলে খাদ্য উদ্বৃত্ত ছিল জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০০৯ সালে যখন তাঁর দল আবার ক্ষমতায় আসে তখন দেশে খাদ্যের ঘাটতি ছিল। ২০০১-২০০৬ মেয়াদে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময়ে খাদ্য উৎপাদন না বাড়াকে এর কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী জানান, ২০০৫-০৬ অর্থবছরে যেখানে খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ দুই কোটি ৮০ লাখ মেট্রিক টন ছিল, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে তা বেড়ে তিন কোটি ৮৮ লাখ মেট্রিক টন হয়। আর এ বছর খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ চার কোটি মেট্রিক টনের কাছাকাছি।

সরকারপ্রধান বলেন, খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সরকার সার, বীজ, কৃষি উপকরণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া গবেষণায় অর্থ বরাদ্দ বাড়িয়ে নতুন নতুন জাতের ফসল উদ্ভাবন এবং দুই ফসলি জমিকে চার ফসলিতে উন্নীত করাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। দেশে দুধ, মাছ, মাংস ও ফলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, 'আমাদের মাটি এত উর্বর যে কোনো একটা কিছুর উদ্যোগ নিলেই কিন্তু সেটা উৎপাদন করতে পারি। স্ট্রবেরি, ড্রাগন ফল, আঙুর, মাশরুম থেকে শুরু করে বিভিন্ন কিছু আমরা উৎপাদন করছি।'

মাঠপর্যায়ের কৃষিকাজ নিয়ে শহরে বেড়ে ওঠা ছেলে-মেয়েদের সম্যক ধারণা দিতে অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানান শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, 'ধান কাটা বা ধান লাগানোর মৌসুমে অবশ্যই শিক্ষার্থীদের গ্রামে সেই ধানক্ষেতের পাশে নিয়ে যাওয়া উচিত, ছোটবেলা থেকেই তাদের বোঝানো উচিত এই বাংলাদেশটা কিভাবে চলছে, খাদ্য কিভাবে আসছে।'

আজকাল শহরে যেসব ছেলে-মেয়ে মানুষ হয়, তাদের অনেকে এসব সম্পর্কে জানতেও পারে না বলে উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'জানি না, একদিন তারা হয়তো প্রশ্ন করবে ধানগাছে তক্তা হয় কি না।' দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'যেমন আধুনিক বিশ্বের অনেক ছেলে-মেয়েকে কোনো ফল খাওয়া অবস্থায় এই ফলটা কোথায় পাওয়া যায় জিজ্ঞেস করলে, সে বলবে সুপারমার্কেটে পাওয়া যায়। কোথায় উৎপাদিত হয়েছে এ বিষয়টিই তার মাথায় নেই।'

কৃষি খাতে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে এবার ১০টি শ্রেণিতে পাঁচটি স্বর্ণ, ৯টি রৌপ্য ও ১৮টি ব্রোঞ্জপদক দেওয়া হয় বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে। পুরস্কার বিজয়ীরা প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে পদক, নগদ অর্থের চেক ও সনদ গ্রহণ করেন।

কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন পরিবেশ ও বন মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মইনুদ্দিন আব্দুল্লাহ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন এবং পুরস্কার বিতরণী পর্বের সঞ্চালনা করেন। সূত্র : বাসস ও বিডিনিউজ।

সমকাল

তারিখঃ ১৭.০৭.২০১৭ পৃষ্ঠাঃ ২০, ১৫

বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কার বিতরণ

খাদ্য মজুদ পর্যাপ্ত, সংকট হবে না : প্রধানমন্ত্রী

■ সমকাল ডেস্ক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, দেশে আরেকটি বন্যার 'পদধ্বনি' শোনা যাচ্ছে। তবে এ জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য মজুদ রয়েছে। তিনি বলেন, বন্যা-প্রাকৃতিক দুর্যোগ সরকার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কাটিয়ে উঠেছে। কিন্তু আরেকটি বন্যার পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। তবে ১ কোটি ৬ লাখ টন খাদ্য মজুদ আছে। আরও খাদ্য আমদানি করা হচ্ছে। তাই সংকট হবে না।

প্রধানমন্ত্রী শহরের গণ্ডির মধ্যে বেড়ে ওঠা শিক্ষার্থীদের মাঠপর্যায়ের কৃষিকাজের বিষয়ে সম্যক ধারণা দেওয়ার জন্য অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'ধান কাটে বা ধান লাগায় এমন মৌসুমে অবশ্যই শিক্ষার্থীদের গ্রামে নিয়ে যাওয়া উচিত। ছোটবেলা থেকেই তাদের বোঝানো উচিত এই দেশটা কীভাবে চলছে, খাদ্য কীভাবে আসছে।' আজকাল শহরে যেসব ছেলেমেয়ে মানুষ হয়, তাদের অনেকে এসব সম্পর্কে জানতেও পারে না উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, জানি না একদিন তারা হয়তো প্রশ্ন করবে– ধানগাছে তক্তা হয় কি-না? দৃষ্টান্ত উল্লেখ ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোববার রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার তুলে দেন বিজয়ীদের হাতে ■ পিআইডি

খাদ্য মজুদ পর্যাপ্ত

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

করে তিনি বলেন, আধুনিক বিশ্বের অনেক ছেলেমেয়েকে কোনো ফল খাওয়া অবস্থায় এই ফলটা কোথায় পাওয়া যায় জিজ্ঞেস করলে, সে বলবে সুপার মার্কেটে পাওয়া যায়। কোথায় উৎপাদন হয়েছে– এই বিষয়টিই তার মাথায় নেই। গতকাল রোববার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ১৪২১ ও ১৪২২ বঙ্গাব্দের 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার' বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। খবর বাসস, ইউএনবি, বিডিনিউজের।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, অতিরিক্ত খাদ্য আমদানি করে মজুদ ঠিক রাখছি যাতে দেশের মানুষ কোনো মতেই কষ্ট না পায়। বিভিন্ন দেশ থেকে আমরা নগদ টাকায় খাদ্য নিয়ে আসছি। পাশাপাশি খাদ্য আমদানির ওপর যে কর ছিল, সেটাও কমিয়ে এনেছি। তিনি বলেন, তার সরকার উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের চেষ্টা করে যাচ্ছে। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগের শাসনামলে খাদ্য উদ্বৃত্ত ছিল জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০০৯ সালে যখন তার দল আবার ক্ষমতায় আসে তখন দেশে খাদ্যের ঘাটতি ছিল। ২০০১-২০০৬ মেয়াদে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময়ে খাদ্য উৎপাদন না বাড়াকে এর কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন তিনি। তিনি জানান, ২০০৫-০৬ অর্থবছরে যেখানে খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ ২ কোটি ৮০ লাখ টন ছিল, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে তা বেড়ে ৩ কোটি ৮৮ লাখ টন হয়। আর এ বছর খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ ৪ কোটি টনের কাছাকাছি।

ষড়ঋতুর বাংলাদেশে সুস্থ থাকার জন্য মৌসুমি ফলমূল খাবার বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যে মৌসুমে যেসব ফলমূল পাওয়া যায়, এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক ঋতুতেই দেশজ নতুন যেসব ফল রয়েছে, সেসব খেলে সে সময়কার বিভিন্ন রোগব্যাধি থেকে নিস্তার পাওয়া সম্ভব হয়, সেসব রোগব্যাধির জন্য প্রতিরোধক শক্তি এসব ফলমূলে রয়েছে।

সঠিক সময়ে যথাযথ গবেষণালব্ধ উদ্যোগ গ্রহণে সক্ষম হওয়ায় দেশে দুধ, মাংস ও ফলের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভেড়ার পশমের সঙ্গে পাটের সুতার মিশ্রণে উৎপন্ন বিভিন্ন পণ্যসামগ্রীর জন্য বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ ইনস্টিটিউটকে (বিএলআরআই) ধন্যবাদ জানাই। তারাই গবেষণা করে এটা বের করেছে। কম্বল থেকে শুরু করে নানা সাংসারিক জিনিস এমনকি স্যুটের কাপড় পর্যন্ত তারা তৈরি করতে পারছে। তাদের এখন সুযোগ দিতে হবে এগুলো ভালোভাবে বাজারজাত এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের।

তিনি বলেন, আমাদের জলাভূমিগুলো সংরক্ষণ করতে হবে। এই জলাভূমি নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়– এসবই আমাদের সম্পদ। এগুলো আমাদের সুপেয় পানির চাহিদা যেমন মেটায়, তেমনি ভূগর্ভস্থ পানির স্তরও ঠিক রাখে। প্রতি স্থাপনায় জলাধার নির্মাণের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা ইতিমধ্যেই যে বাসস্থান করছি, ফ্ল্যাট করছি, প্লট করছি এবং শিল্পাঞ্চল করছি এর প্রতিটি স্থানেই জলাধার তৈরি করছি।

দেশের কৃষি খাতে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সরকার প্রতি বছর 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার' দিয়ে আসছে। ১০টি শ্রেণিতে ৫টি স্বর্ণ, ৯টি রৌপ্য এবং ১৮টি ব্রোঞ্জ পদক দেওয়া হয়। বিজয়ীরা প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ নির্মিত পদক, নগদ অর্থের চেক এবং সনদপত্র নেন।

কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন পরিবেশ ও বনমন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মইনুদ্দিন আবদুল্লাহ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তৃতা করেন এবং পুরস্কার বিতরণী পর্বটি সঞ্চালনা করেন।

অনুষ্ঠানে মন্ত্রিপরিষদ সদস্য, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা, সংসদ সদস্য, সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিদেশি কূটনীতিক এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

the daily observer
We stand for people's rights

Date: 17.07.2017 Page: 16

Prime Minister Sheikh Hasina distributing 'Bangabandhu Jatiya Krishi Purashkar' (Bangabandhu National Agriculture Award) for Bengali year 1421 and 1422 at a function at Osmani Memorial Hall in the capital on Sunday. PHOTO : PID

theindependent

Date: 17.07.2017 Page: 01, 02

Prime Minister Sheikh Hasina joins a photoshoot with winners of 'Bangabandhu Jatiya Krishi Purashkar' (Bangabandhu National Agriculture Award) at a function at Osmani Memorial Hall in the capital yesterday. FOCUS BANGLA PHOTO

Country has enough foodgrain stock: PM

Prime Minister Sheikh Hasina yesterday said people will not suffer from any food crisis as there is enough stock of foodgrains in the country, reports UNB.

"We're hearing the footfall of another flood. Some crops have already got damaged in flashflood but we've enough stock and we're importing more," she said.

The Prime Minister said this while distributing the medals of Bangabandhu National Agriculture Award 1421 and 1422 at Osmani Memorial Auditorium in the capital.

Citing official data, she said, there are about 1.06 crore metric tonnes of food-grains in stock in the country, including the ones in public silos and private, mills and

SEE PAGE 2 COL 2

Country has enough foodgrain

FROM PAGE 1 COL 4

farmers levels. "Above all, we're importing more foodgrains to make the stock stronger, we're importing foods from various countries spending cash," Hasina said.

The Prime Minister said the government is doing this so that the country's people must not suffer because of flood. "We've already done that."

Besides, she said, the government has reduced the import duty on food grain import from 28 percent to 10 percent.

Describing various steps taken by her government for developing the agricultural sector, Hasina urged the private sector to supplement the government efforts to expedite the pace of agriculture development.

She underscored the need for concerted efforts for packaging and preservation of farm products alongside boosting agricultural production.

The Prime Minister called upon all to protect the marshy land and water bodies across the country. Hasina laid emphasis on integrated efforts of all to attain the Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 of the United Nations and asked the Agriculture Ministry to remove hunger, ensure food security, develop nutrition and create a sustainable agriculture system.

She, however, mentioned that it is quite normal that people have to live on facing various types of natural calamities due to the country's geographical location.

Hasina said her government for the first timeallocated Tk 12 crore for the research and development of agriculture. During its second term in 2009, the cabinet at its first meeting reorganised fertiliser distribution system and reduced the prices of fertilizers thrice.

Besides, the farmers are now being encouraged about the use of compost fertilisers to maintain the fertility of land and announced National Compost Agriculture Policy 2016, she said.

Hasina said her government is extending all sorts of cooperation for the establishment of agro-based industries in the country. "We can earn foreign currency exporting surplus argo-products after fulfilling the domestic demand."

The Prime Minister mentioned the use of pesticides has come down significantly as emphasis is being given on integrated pest management program. "Crop zoning maps have been introduced to select crops as per the nature of soil, climate and areas."

She said the government is working to enhance the capability of argo-scientists and field-workers who are working hard to bring in a basic change in the country's agriculture system.

Laying emphasis on bringing change in food habit to increase the nutrition of people, the Prime Minister said crop diversification is a must in this regard. "Production of onion, garlic, pulse and species should be increased along with that of rice and wheat." Hasina said the existing stable condition in agriculture should be maintained through introduction of sustainable agriculture system and there is a huge demand for organic food across the world. "We can earn huge foreign currency taking advantage of this demand."

Earlier, the Prime Minister distributed 'Bangabandhu National Agriculture Award 1421 and 1422 among the 64 recipients. Ten 10 individuals and organisations received gold medals. The gold medal carries Tk one lakh and a citation each. Eighteen individuals and organizations received silver medal, which carries Tk 50,000 and a citation, while 36 got bronze medal that carries Tk 25,000 and a citation each.

Agriculture Minister Matia Chowdhury presided over the function. Environment andForestMinisterAnwar Hossain was present as a special guest.

The Daily Star

Date: 17.07.2017 Page: 05

Foodgrain stock sufficient

Says PM while distributing agri award

UNB, *Dhaka*

Prime Minister Sheikh Hasina hands over the Bangabandhu National Agriculture Award to one of the recipients in the capital's Osmani Memorial Auditorium yesterday. PHOTO: PID

Prime Minister Sheikh Hasinaon yesterday said people will not suffer from any food crisis as there is enough stock of foodgrains in the country.

"We're hearing the footfall of another flood. Some crops have already got damaged in flashflood but we've enough stock and we're importing more," she said.

The prime minister said this while distributing the medals of Bangabandhu National Agriculture Award 1421 and 1422 at Osmani Memorial Auditorium in the capital.

Citing official data, she said, there are about 1.06 crore metric tonnes of foodgrains in stock in public silos and at the private level.

"Above all, we're importing more foodgrains to make the stock stronger, we're importing foods from various countries spending cash," Hasina said.

The prime minister said the government is doing this so that the country's people do not suffer because of flood. "We've already done that."

Besides, she said, the government has reduced the import duty on foodgrain import from 28 percent to 10 percent.

Hasina urged the private sector to supplement the government efforts to expedite the pace of agriculture development.

She underscored the need for concerted efforts for packaging and preservation of farm products alongside boosting agricultural production. The prime minister called upon all to protect the marshy land and water bodies across the country.

The prime minister mentioned the use of pesticides has come down significantly as emphasis is being given on integrated pest management programme. "Crop zoning maps have been introduced to select crops as per the nature of soil, climate and areas."

Laying emphasis on bringing change in food habit to increase the nutrition of people, the prime minister said crop diversification is a must in this regard. "Production of onion, garlic, pulse and spices should be increased along with that of rice and wheat."

Hasina said the existing stable condition in agriculture should be maintained through introduction of sustainable agriculture system and there is a huge demand for organic food across the world. "We can earn huge foreign currency taking advantage of this demand."

Earlier, the prime minister distributed Bangabandhu National Agriculture Award 1421 and 1422 among 64 recipients. Ten individuals and organisations received gold medals and eighteen individuals and organisations received silver medal.

Agriculture Minister Matia Chowdhury chaired the event.